দৈনিক বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৫ সাল

মুজতবা খন্দকার

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

* ১ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত কোর্স চালু।
* ২ জুলাই ফার্মেসী বিভাগ অনুষদে রূপান্তর।
* ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির ৭৫ বছর পূর্তি পালিত হয়।
* ৪ অক্টোবর লাইব্রেরীকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়।
* ৪ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদের ডীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
* ৮ অক্টোবর ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী হাশেমী রাফসানজানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং ফার্সী বিভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
* ২৬ ডিসেম্বর দুষ্কৃতকারীদের হাতে আহত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নুবান আহমদ ৯ দিন মুমূর্ষু অবস্থায় থাকার পর ইন্তেকাল করেন।
* ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নানা দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে গত বছরটি। সন্ত্রাস আর সেশনজট-এর দুষ্টক্ষত দূর করার জন্য এই বছরই কর্তৃপক্ষ নিয়েছে সময়োচিত পদক্ষেপ এবং যথাযথ ভূমিকা।

একাডেমিক ক্ষেত্রে গত বছর বিরাজ করছে চমৎকার পরিবেশ। হরতাল আর অবরোধ ছাড়া অনাকাংখিত কোন বন্ধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ত্যাগ করতে হয়নি হল। সন্ত্রাসের কাছে পরাজিত হয়নি শিক্ষা।

১৯৯৫ সাল একমাত্র বছর যে বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র লাশ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে যায়নি।

রোকেয়া হলের সমাপনী বর্ষের ছাত্রীরা — ছবি ঃ মীর ফরিদ

এ বছর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে সন্ত্রাস আর সেশনজট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোর্স পদ্ধতি চালু করেন। এই কোর্স চালু হবাক ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা এর আগে ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা তীব্র। ২৬ হাজার ৪শ ছাত্র-ছাত্রীর মাত্র ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী হলে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে এ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাব ফয়েজুন্নেসা ছাত্রী নিবাস নির্মিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এই হলটির নির্মাণের জন্য অনুদান দিয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শব্দটি শুনলে অনেকেই চিন্তা করেন গুলি আর বোমার আওয়াজে মুখরিত একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র। ১৯৯৫ সালে এসে মানুষের মন থেকে এই ধারণা মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ছাত্র-শিক্ষক তথা গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। হাজারো বারুদের গন্ধে ভারী এই ক্যাম্পাসের বাতাস গত বছর ছিল নির্মল। গত বছর শোনা যায়নি ক্যাম্পাস থেকে কোন ছাত্রের মৃত্যু দীর্ণ হাহাকার কিংবা কোন ছেলে হারা মাতার বুক ফাটা আর্তনাদ।

সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছরে পদার্পণ করে। এ উপলক্ষে ডাকসুর উদ্যোগে পালিত হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের। হাজার হাজার প্রাক্তন আর বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারনায় এ উপলক্ষে ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে মুখরিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে এ বছরই লাইব্রেরীকে করা হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এখন লাইব্রেরীতে পূর্বের চেয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গভীর রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করছেন।

নারী স্বাধীনতার এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। তারা স্বাধীনতা চেয়েছে। এই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] হলগুলোকে রাত ৯টা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সুবাধে এখন হলের ছাত্রীরা রাত ৯টা অবধি যেকোন কাজ করতে পারছে। যদিও ছাত্রীদের এই দাবিটা ছিল বিতর্কিত।

বছরের শেষের দিকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বাভাবিক কর্মকান্ডে কিছু ব্যতয় ঘটে। দেশের রাজনৈতিক কর্মসূচীর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে যা কিছুটা হলেও শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদেরও কিছুটা উদ্বিগ্ন করেছে। হরতাল অবরোধে অলিখিত কিছু বন্ধ একাডেমিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক ক্যালেন্ডার ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক ছুটি এবং অন্যান্য সরকারী ছুটির দিন ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে কর্তৃপক্ষের বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে অর্থাৎ এ বছর জুন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজট মুক্ত হতে যাচ্ছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ রাখতে কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ে একাধিক পরিবেশ পরিষদের সভা করেছেন যা ক্যাম্পাসের শান্তি রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে যথেষ্ট।

কিছু কিছু দুঃখজনক ঘটনা ৯৫ সালে ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ঘটেছে যেগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন। ছাত্রলীগ (শা-পা) অভ্যন্তরীণ কোন্দল এ বছর চরমাকার ধারন করে ফলে বছরের মাঝামাঝিতে দুইজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয় যার মধ্যে একজন ছিলেন তর্তিচ্ছু ছাত্র।

এসব ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ড চিত্র। সব কিছু মিলে ৯৫টি সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্বর্ণালী হয়ে থাকবে।

নতুনকে সুস্বাগত এবং পুরাতনকে বিদায়। এই নিয়ম চিরন্তন! এই নিয়মে এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন। একইভাবে এসেছেন অনেক নবীন ছাত্রছাত্রী।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ৪৫ জনকে পিএইচডি এবং ১০৫ জনকে এমফিল ডিগ্রী দিয়েছেন যা অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশী।

নতুন বছরের নতুন সূর্য উঠেছে আজ পূর্ব আকাশে। বিগত বছরের সকল ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে নতুন বছর বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিরাজ করবে শান্তির ফল্গুধারা। সেশনজট আর সন্ত্রাস পরাভূত হবে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নতুন বছরে এই প্রত্যাশা করছেন ছাত্র-শিক্ষক সবাই।